দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25 DEC 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

বেসরকারী স্কুলের ছাত্র বেতন-ফি অনেক গুণ বেশি

আবদাল আহমদ ঃ *টিউশন ফি, টেলিফোন ফি, বিদ্যুৎ সংযোগ ফি, আসবাবপত্র ফি, বিল্ডিং ফি, স্কুলের সম্পদ উন্নয়ন ফি, ছাত্র কল্যাণ তহবিল ফি, শিক্ষক কল্যাণ ফি, শিক্ষক গ্র্যাচুইটি ফি---নানা নামে নানান ধরনের ফি। রাজধানীর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে এইসব ফি। স্কুলের ফি দিতে দিতে অভিভাবকদের এখন নাভিশ্বাস।*

রাজধানীর সরকারী স্কুলের তুলনায় বেসরকারী স্কুলগুলোতে ছাত্রবেতন প্রতি বছর বাড়ছে। বর্ধিত ছাত্রবেতন ছাড়াও অভিভাবকদের দিতে হচ্ছে নানান ফি। প্রতি বছর দফায় দফায় বাড়ানো হচ্ছে ফি--এর অংক।

বর্তমানে রাজধানীতে সরকারী স্কুলের তুলনায় বেসরকারী স্কুলের ছাত্রবেতন অন্ততঃ ১০ থেকে ২৫ গুণ বেশী। ঢাকায় সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে তিন শতাধিক হাইস্কুল রয়েছে। এর মধ্যে সরকারী হাইস্কুলের সংখ্যা ২৪। সরকারী-বেসরকারী এসব স্কুলে পড়াশুনা করছে প্রায় দু'লক্ষ ছাত্রছাত্রী।

বেসরকারী- (৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃঃ পর) **বেসরকারী স্কুলের ছাত্র বেতন-ফি**

স্কুলগুলোতে বেতনের পরিমাণ ১৫ থেকে ২৫ গুণ বেশি হলেও হাতে গোনা কয়েকটি স্কুল ছাড়া বাকী স্কুলগুলোতে পড়াশুনা খুবই নিম্নমানের। এসব স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার ফল হতাশাজনক। অথচ অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর এসব স্কুলই ভরসা।

পড়াশুনার মান ভাল বলেই রাজধানীর ১০/১৫টি স্কুলে ভর্তির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। এসব স্কুলে ডোনেশনে ভর্তির প্রথাও চালু আছে। এসব স্কুলের বেতনও অন্যান্য বেসরকারী স্কুলের তুলনায় দ্বিগুণ। ফলে সকল অভিভাবকের পক্ষে এ স্কুলগুলোতে সন্তানকে পড়ানো সম্ভব হয় না।

রাজধানীর বেসরকারী স্কুলগুলোর ছাত্রবেতনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। বেতনের অংক একেক স্কুলে একেক রকম। কোন কোন স্কুল রয়েছে যেগুলিতে ছাত্রবেতন নবম-দশম শ্রেণীতে ৬০ থেকে ১০০ টাকা, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর বেতন ৬০ থেকে ৮০ টাকা, তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বেতন ৪০ থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত। কয়েকটি স্কুল আছে যেখানে ছাত্রবেতন প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১০০ টাকা। যেমন--উদয়ন স্কুল, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ইত্যাদি। কোন কোন স্কুল আছে যেখানে ছাত্রবেতন ১১৫ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। যেমন--ভিকারুন নিসা স্কুলে ছাত্রবেতন প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ১১৫ টাকা ও নবম-দশম শ্রেণীতে ১৪০ টাকা। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে ১২৫ টাকা। মিরপুর হারমেন মেইনার স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর বেতন ১৭৫ টাকা।

বাকী প্রায় দেড়শ স্কুলের বেতনের গড় নবম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৫০ থেকে ৮০ টাকা, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৩৫ থেকে ৪৫ টাকা ও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ২৫ থেকে ৩০ টাকা।

বেসরকারী স্কুলগুলোতে এবার ৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত ছাত্রবেতন বেড়েছে। যেমন মিরপুর হারমেন মেইনার স্কুলে গত বছর সপ্তম শ্রেণীতে ছাত্রবেতন ছিল ১২৫ টাকা। এবার ১৭৫ টাকা।

অথচ সরকারী স্কুলে ১৯৮৭ সালের ১লা জুলাই থেকে যে বেতন নির্ধারিত হয়েছিল এখনও তা-ই রয়েছে। সরকারী স্কুলে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর বেতন ৪ টাকা, তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর বেতন ৬ টাকা, পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণীর বেতন ৮ টাকা, সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর বেতন ১০ টাকা এবং নবম-দশম শ্রেণীর বেতন ১২ টাকা।

ভর্তির সময় এবং নতুন ক্লাসে প্রমোশন পেয়ে ভর্তির ক্ষেত্রেও সরকারী স্কুলে ন্যূনতম ফি লাগে। কিন্তু বেসরকারী স্কুলে প্রমোশনের পর নতুন ক্লাসে নাম উঠাতে ৪শ থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত লাগে। উদয়ন স্কুলে নতুন ক্লাসে নাম উঠাতে ৫শ টাকার মত লাগে। ভিকারুননিসা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে প্রমোশনের পর নাম উঠাতে লাগছে ১১৫০ টাকা। মিরপুর হারমেন মেইনার স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে নাম উঠাতে লাগছে ৯শ টাকা, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী এন্ড গার্লস হাইস্কুলে লাগছে ৭শ থেকে ৮শ টাকা।

এসব স্কুলে নানা ধরনের ফি ছাড়াও এক মাসের বেতনের সমান সেশন ফি দিতেহয়।

১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের এসএসসি টেষ্ট পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন স্কুল থেকে ফরম পূরণের পালা। দেখা গেছে, স্কুলগুলোতে বোর্ডের নির্ধারিত ফি ছাড়াও হাজার হাজার টাকা অতিরিক্ত ফি হিসাবে নেয়া হচ্ছে। বোর্ডের ফি সাড়ে চারশ থেকে পাঁচশ টাকা কিন্তু স্কুলগুলোতে ফি নেয়া হচ্ছে পনের'শ থেকে দু'হাজার টাকার উপরে। প্রতিটি বেসরকারী স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার কোচিং-এর নামে নেয়া হচ্ছে এ টাকা। কোচিং কেউ করুক আর না করুক ফি দিতে হবে। অধিকাংশ স্কুলে বেতন বেশি, শিক্ষকের সংখ্যা কম, ক্লাস সেকশনে ছাত্র বেশি এবং আসবাবপত্রের জীর্ণদশা। ফলে পড়াশুনার মানও নিম্নস্তরের। পাসের হারও কম।

রাজধানীর সাড়ে পাঁচশ' কিন্ডার গার্টেন ও টিউটরিয়াল হোমের চিত্র ভিন্ন। সেসব স্কুলে টিউশন ফি ২০০ থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত। ভর্তি হতে ৫ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত লাগছে।

ছাত্রবেতন সম্পর্কে বেসরকারী স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক জানান, বেসরকারী স্কুলগুলোর অধিকাংশই ছাত্রবেতনের উপর নির্ভরশীল বলে প্রতিবছর বেতন বাড়ানো হয়। বেশিসংখ্যক ছাত্র ভর্তি ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েক বছর আগে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া বেসরকারী স্কুলে ছাত্রবেতন বাড়ানো যাবে না। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কোন স্কুলেই মানা হয় না বলে জানা গেছে।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, দেশের বেসরকারী স্কুলগুলোর জন্য ছাত্রবেতনের ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ হার সরকারীভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত এবং সরকারের এই সিদ্ধান্ত পত্রপত্রিকা মারফত অভিভাবকদের জানিয়ে দেয়া দরকার।